প্রকট ব্রজলীলা

উদ্দেশ্য। ব্রজ-লীলা-প্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্য—ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন এবং তদ্দ্বারা জগতে রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার।

কিন্তু যে রকম ভক্তের প্রেমরস-আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জন্মে, জগতে সেইরকম ভক্ত কেহ ছিলেন না, কোনও সময়ে থাকিতেও পারেন না। কারণ, ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবল; ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে প্রেম শিথিল হইয়া যায়; এইরূপ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়েন না। তাই, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্য-পরিকরদিগকে সঙ্গে করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহাদেরই প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিলেন।

অপ্রকট-দুর্ল্লভ রসাস্বাদন। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি স্বীয় নিত্যপরিকরদের প্রেমরসই আস্বাদন করিতে হইল, তবে আর লীলা-প্রকটনের প্রয়োজনই বা কি ছিল? অপ্রকট-লীলাতেই তো তাঁহাদের প্রেমরস তিনি আস্বাদন করিতেছিলেন এবং অনন্তকাল পর্য্যন্তই করিবেন। এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, স্বীয়-নিত্যপরিকরদের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-লীলায় যে সকল রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন, অপ্রকট-লীলায় সে সকল রস-বৈচিত্রীর সম্ভাবনা ছিলনা ও থাকিতে পারে না। অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই নিত্যকিশোর। কিশোর-পুত্রের সংস্রবে যতটুকু বাৎসল্য প্রকটিত হইতে পারে, অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও নন্দ-যশোদা ততটুকুমাত্র বাৎসল্যই আস্বাদন করিতে পারেন। পুত্রের বাল্য ও পৌগণ্ডকালে যেরূপ বাৎসল্যের প্রয়োজন হয়, গোকুলে সেরূপ বাৎসল্য-স্ফুরণের অবকাশ নাই। প্রকট-লীলায় জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সদ্যোজাত শিশুরূপে অবতীর্ণ হয়েন এবং ক্রমশঃ কিশোরে উপনীত হয়েন; সুতরাং বাৎসল্যের যত রকম বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, প্রকটে তৎসমস্তই আস্বাদিত হইতে পারে। জন্ম-লীলা-প্রকটনবশতঃ দাস্য-সখ্য-রসেরও অপূর্ব্ব বৈচিত্রী প্রকট-লীলায় স্ফুরিত হইয়া থাকে—যাহা অপ্রকটে অসম্ভব।

স্বকীয়া ও পরকীয়া। প্রকট-লীলায় সকল রস অপেক্ষা কান্তারসেই অপূর্ব্ব বৈচিত্রী স্ফুরিত হইয়াছে। কান্তা দুই রকমের—স্বকীয়া ও পরকীয়া। পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ পতি-পত্নীর মধ্যে যে ভাব, তাহার নাম স্বকীয়া-কান্তাভাব। আর যাহারা বৈধ-বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ নহে, এরূপ যুবক-যুবতীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগবশতঃ যে ভাব লক্ষিত হয়, তাহাকে পরকীয়া-কান্তাভাব বলে। গোকুলে বা অপ্রকট-ব্রজলীলায় অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাদির স্বকীয়া-ভাব। অনাদি-লীলায় বিবাহের অবকাশ নাই; কিন্তু অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের অভিমান—তিনি শ্রীরাধিকাদির পতি এবং শ্রীরাধিকাদিরও অভিমান—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বৈধ-পত্নী; অন্যান্য গোকুলবাসীরাও তাঁহাই মনে করেন। ('অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

প্রকটের সম্বন্ধ অনুষ্ঠানমূলক। লোক-সমাজে—বিহিত অনুষ্ঠানাদির দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; তারপর সম্বন্ধানুরূপ ব্যবহার চলিতে থাকে। প্রকট-লীলাও নরলীলা বলিয়া লোক-সমাজের রীতির অনুরূপ অনুষ্ঠানের অভিনয় দ্বারা লীলা-পরিকরদের সহিত শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ প্রকটিত করা হয়। পার্থক্য এই—যে সম্বন্ধ পূর্ব্বে ছিলনা, অনুষ্ঠানাদিদ্বারা লোকসমাজে সে সম্বন্ধ "স্থাপিত" হয়; আর অনুষ্ঠানের অনুকরণ বা অভিনয় দ্বারা প্রকটলীলায় নিত্যসিদ্ধ-সম্বন্ধ প্রকটিত হয় মাত্র—স্থাপিত হয় না; স্থাপিত হইতেও পারে না; কারণ পরিকরদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ নিত্য, অনাদি; প্রকটেও তাহা আছেই, তবে প্রথমে প্রচ্ছন্ন ছিল মাত্র।

অপ্রকটের সম্বন্ধ অভিমানমূলক। অপ্রকটলীলায় অনুষ্ঠানের অবকাশ নাই; কারণ, অপ্রকটে সমস্ত সম্বন্ধই নিত্য, অনাদি; অনুষ্ঠানপূর্ব্বক-সম্বন্ধ অনাদি হইতে পারে না। অপ্রকটে অনুষ্ঠানাদি ব্যতীতই—কেবল অনাদি-সিদ্ধ অভিমানদ্বারাই সম্বন্ধ নির্ণীত হয় এবং তদনুরূপ আচরণ চলিতে থাকে। পুত্রের জন্ম ব্যতীত মাতার জননীত্ব বা পিতার জনকত্ব সিদ্ধ হয় না—ইহা লোকসমাজের রীতি। শ্রীকৃষ্ণ অজ—তাঁহার জন্ম নাই; তথাপি যশোদামাতার

অভিমান—তিনি শ্রীকৃষ্ণের জননী; আর নন্দ-মহারাজের অভিমান—তিনি শ্রীকৃষ্ণের জনক। এই অভিমান দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধানুগত বাৎসল্যরস সিদ্ধ হইয়াছে।

অপ্রকটে পূর্ব্বরাগ নাই। যাহা হউক, অপ্রকট-ব্রজলীলায় অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজ-সুন্দরীদিগের স্বকীয়া-ভাবে মিলন আছে; সুতরাং মিলনের পূর্ব্বের পূর্ব্বরাগাদিও অপ্রকট-লীলায় থাকিতে পারে না।

পরকীয়া-ভাবের বৈশিষ্ট্য। মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাই মিলনানন্দের পুষ্টি-সাধক। উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিলনের আনন্দ-চমৎকারিতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। স্বকীয়া কান্তার সহিত বা স্বকীয় পতির সহিত মিলনে গুরুতর বাধাবিঘ্ন কিছু না থাকায় ঐরূপ মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাবৃদ্ধিরও অবকাশ বেশী থাকে না; সুতরাং স্বকীয়া-ভাবের নায়ক-নায়িকার মিলনে আনন্দ-চমৎকারিতাও বর্দ্ধিত হওয়ার অবকাশ পায় না। কিন্তু পরকীয়া-নায়ক-নায়িকার মিলনে বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদি সমস্তই বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করে; তাহাতে মিলনোৎকণ্ঠাও অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হওয়ার অবকাশ পায়; সুতরাং এইরূপ উৎকণ্ঠাধিক্যের পরে নায়ক-নায়িকার মিলনেও আনন্দ-চমৎকারিতা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হয়। গোকুলের স্বকীয়া-ভাবে এইরূপ আনন্দ-চমৎকারিতার স্থান নাই। এই পরকীয়া-ভাবের রসবৈচিত্রী কেবল প্রকট-লীলাতেই আস্বাদিত হইতে পারে। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজের জন্মলীলা প্রকটিত করিলেন এবং শ্রীরাধিকাদি পরিকরবর্গেরও জন্মলীলা প্রকটিত করাইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তাঁহার লীলা-সহায়-কারিণী শক্তি—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকাদির পরস্পরের নিত্য-সম্বন্ধের জ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের নিত্য স্ব-পতি এবং শ্রীরাধিকাদি যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা, তাহা সকলেই ভুলিয়া গেলেন। জন্মলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই মুগ্ধতা প্রকটিত হইল, অপ্রকট-লীলায় ইহা সম্ভব হইত না। কিন্তু নিজেদের স্বরূপের জ্ঞান এবং সম্বন্ধের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমর্থারতিমতী ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম কিন্তু প্রচ্ছন্ন হয় নাই। তাঁহাদের চিত্তে এই প্রেম সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল; তবে এই প্রেমের বিষয় কে, প্রথমে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। প্রেমজনিত মিলন-স্পৃহা, মিলনাভাবে চিত্তের হা-হুতাশ, প্রেমের তুষানল-প্রায় ধক্-ধকি জ্বালা সর্ব্বদাই ছিল। কিন্তু কাহার জন্য তাঁহাদের প্রাণের এই আকুলি-বিকুলি, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। ইহারই নাম ললনা-নিষ্ঠ প্রেম। এই প্রেমের একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, কৃষ্ণকে দেখার পূর্ব্বেও কৃষ্ণসম্বন্ধি কোনও বস্তুর দর্শন-শ্রবণাদিতে তাঁহাদের প্রেমনদীতে যেন উত্তাল-তরঙ্গ উত্থিত হইত। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—"ধিক্ আমাকে; একজনের বংশীধ্বনি শুনিয়া আমি পাগলিনীর ন্যায় হইলাম। আর এক জনের (শ্যাম) নাম শুনিয়া সেই নামীর নিকটে যেন উড়িয়া যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইলাম। অপর আর একজনের চিত্রপট দেখিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলাম। কুলবতী আমি; তিন পুরুষ আমার মন তিন দিকে আকর্ষণ করিতেছে। আমার মৃত্যুই শ্রেয়।" বংশীধ্বনি, নাম এবং চিত্রপট যে একজনেরই, শ্রীরাধা তখনও তাহা জানেন না; কারণ, তখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান নাই। তথাপি যে তাঁহার সম্বন্ধীয় তিনটী বস্তুই তাঁহার চিত্তকে প্রেমপ্রবাহে উদ্বেলিত করিয়াছে, তাঁহার প্রেমেরই ইহা বিশেষ ধর্ম্ম। এই প্রেম অপ্রচ্ছন্ন ভাবেই ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তে বিরাজিত; শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও অনুরূপ ভাব নিত্য বিরাজিত। পরস্পরের রূপগুণাদির শ্রবণে তাহা উচ্ছলিত হইয়া পড়ে; পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। নিরতিশয়রূপে এই উৎকণ্ঠার বৃদ্ধির নিমিত্ত যোগমায়া তাঁহাদের মিলনে একটা গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত করিলেন—গোপকুমারীদের বিবাহের নিমিত্ত তাঁহাদের পিত্রাদির মনে ইচ্ছা জন্মাইলেন; শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দেওয়ার বলবতী ইচ্ছা তাঁহাদের পিত্রাদির মনে থাকিলেও যোগমায়া সেই বিবাহের অসম্ভাব্যতা প্রকটিত করিলেন এবং অন্য গোপের সহিত তাঁহাদের বিবাহ স্থিরীকৃত করাইলেন; সর্ব্বশেষে কোনও এক অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যপদেশে, প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিবাহানুষ্ঠান ব্যতীতই, সকলের মনে প্রস্তাবিত বিবাহ-সিদ্ধির প্রতীতি জন্মাইলেন। এইরূপে যোগমায়া গোপসুন্দরীদিগের পরকীয়া-ভাব প্রকটনের সুযোগ করিয়া দিলেন। বিবাহ-প্রতীতির পরে

গোপসুন্দরীগণকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোগমায়ার প্ররোচনায় পতিম্মন্যদিগের গৃহে আসিতে হইল। তাঁহাদের গৃহ ছিল শ্রীকৃষ্ণেরই বাসস্থানের নিকটে; সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদির অধিকতর সুযোগ হইল; তাহার ফলে কেবল মিলনোৎকণ্ঠাই বর্দ্ধিত হইল; কিন্তু মিলনের পক্ষে প্রবল বিঘ্ন হইল—তাঁহাদের পরপত্নীত্বের প্রবাদ। এইরূপে পূর্ব্বরাগ প্রকটিত হইল। অধিকতররূপে পরস্পরের দর্শনাদির ফলে তাঁহাদের উৎকণ্ঠা ও অনুরাগের স্রোত প্রবলতা ধারণ করিয়া একদিন লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদির বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তাঁহাদের মিলন হইল। লোকদৃষ্টিতে তাঁহাদের এই মিলন অবৈধ; সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে লোকধর্ম্মাদিকে তাঁহারা পদদলিত করিয়া থাকিলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না; সুতরাং সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে গোপনতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। ইহার ফল হইল এই যে—"কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন।" তাহাতে সর্ব্বদাই মিলনোৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের অবকাশ থাকিত, সুতরাং মিলনানন্দের চমৎকারিতা-বর্দ্ধনেরও অবকাশ থাকিত। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে প্রকট-লীলায় পরকীয়া-কান্তারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিলেন।

প্রকটে স্বকীয়াতে পরকীয়াত্ব। প্রকট-লীলায় পরকীয়া-ভাবের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা স্বকীয়াতে পরকীয়া-ভাব। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বকীয়া শক্তি; সুতরাং স্বরূপতঃ তাঁহারা তাঁহার স্বকীয়া কান্তা; এই স্বকীয়া কান্তাতেই প্রকট-লীলায় পরকীয়াভাব পোষণ করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা নহেন। (অপ্রকটব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

স্বকীয়া বলিয়াই ব্রজের পরকীয়াভাব রসদুষ্ট হয় নাই। প্রকৃত পরকীয়াতে রস হয় না—ইহাই অলঙ্কার-শাস্ত্রের-বিধি।

ব্রজলীলা কামক্রীড়া নহে। ব্রজের মধুর-ভাবাত্মিকা লীলা আপাতঃদৃষ্টিতে কামক্রীড়ার অনুরূপ বলিয়া মনে হইলেও ইহা কামক্রীড়া নহে। প্রচ্ছন্নই থাকুক আর অপ্রচ্ছন্নই থাকুক, কামক্রীড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি। ব্রজলীলায় ইহার একান্ত অভাব; পরস্পরের প্রতি প্রীতি-নিবেদনই ব্রজ-নায়ক-নায়িকার একমাত্র উদ্দেশ্য। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কাম-ক্রীড়া-সাম্য-সূচক কেলি-বিলাসই তাঁহাদের মুখ্য লক্ষ্য নহে; আলিঙ্গন-চুম্বনাদি তাঁহাদের প্রেম-অভিব্যক্তির দ্বার বা প্রকার-বিশেষ। ইহাতে কামগন্ধ নাই। লৌকিক-জগতেও পৌত্রী-দৌহিত্রী আদির আলিঙ্গন-চুম্বনাদির দ্বারা কামগন্ধহীন প্রীতির অভিব্যক্তির রীতি দেখা যায়।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়া এমন সকল অনির্ব্বচনীয়-লীলা করিলেন, যাহার কথা শুনিয়া মায়িক-সুখ-মুগ্ধ জীব সংসার-সুখের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিতে পারে এবং উক্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখের নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইতে পারে। এইরূপে প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করিলেন—লোভের বস্তুটী জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন; কিরূপে সেই বস্তুটী পাওয়া যাইতে পারে, "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তঃ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া তাহা বলিয়াও দিলেন।